PDF Created by hillbd.com

পাগালা রাজার কাহিনী

সুগত চাকমা

সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে চাকমাদের একজন রাজার নাম ছিল 'পাগালা রাজা'। শুনা যায় তিনি নাকি যোগসিদ্ধ ছিলেন এবং স্নানের সময় যোগবলে দেহের ভিতর থেকে নাড়ীভুঁড়ি বের করে নদীতে ধুয়ে মুছে তারপর ঐগুলি আবার যথাস্থানে ঢুকিয়ে রাখতেন। এ কাজ অবশ্য তিনি করতেন খুবই গোপনে। এমনকি কাক পক্ষীও টের পেতো না।

স্নান করতেন তিনি ঘরের ভিতরে এবং পর্দার আড়ালে। যথেষ্ট গোপনীয়তা সত্বেও তাঁর সবকিছু একদিন ফাঁস হয়েছিল তাঁর প্রিয়তমা রাণীর জন্যে ; সে কাহিনীতে পরে আসছি।

পাগালা রাজার আদত নাম ছিল "সাত্তুয়া বরুয়া"। "সাত্তুয়া বরুয়া"র আগে "বুরা বরুয়া" নামে চাকমা রাজ "জম্মু"র একজন সেনাপতি ছিল। এ কারণে অনেকে "বরুয়া" শব্দটিকে সেনাপতি বাচক মনে করেন।

সে যাক, আমাদের কাহিনীর নায়ক "পাগালা রাজা" বা পাগলা রাজা। তার নামে আজও শিশুরা ছড়া কাটে,—

"মুনি ঋষি ধ্যান গরে
পাগালা রাজা
চিৎকলজ্যা খুয়েই
স্যান গরে।"

পাগালা রাজার রাজধানী ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের দাক্ষিণাংশে মাতামুহুরি নদীর তীরে আলিকদমে। আলিকদম শব্দটি মারমাদের "আলেহ্ খ্যং-ডং" শব্দের বিকৃত উচ্চারণ থেকে এসেছে। মারমা ভাষায় "আলেহ্ খ্যং-ডং" শব্দের অর্থ "পাহাড় ও নদীর মধ্যবর্তী স্থান।"

পাগালা রাজা তাঁর রাজত্বকালে আলিকদমের আশে পাশে অনেক জায়গা আবাদ করিয়েছিলেন। তাই আজও আমরা আলিকদমের অনতিদূরে তাঁর নামে "পাগালা বিল" নামক স্থানটি দেখতে পাই। চাকমা এবং তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে তাঁর নামে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে।

বেচারা পাগালা রাজা। তিনি কিন্তু প্রথম থেকেই পাগল ছিলেন না, আর সখ করেও কারোর সামনে নিজের নাড়ীভুঁড়ি বের করেননি। ঐ রকম ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। তাঁর জীবনের সমস্ত অনর্থের মূলে ছিলেন তাঁর স্ত্রী, মানে রাণী। রাণী একদিন কৌতুহল বশতঃ পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থেকে রাজার স্নান কার্য দেখছিলেন। এই সময় রাজা পেটের ভিতর থেকে তাঁর নাড়ীভুঁড়ি বের করা মাত্র রাণী সে দৃশ্য দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন। তাঁর বিকৃত স্বরের চীৎকার শুনে রাজা তাড়াতাড়ি নাড়ীভুঁড়ি দেহের ভিতর বসালেন কিন্তু

PDF Created by hillbd.com

তাড়াহুড়ায় ঠিকমত বসাতে পারলেন না। ফলে দিন কিছু যেতে না যেতে রাজার মাথা খারাপ হয়ে গেল। এ হলো রাজার পাগল হওয়া সম্পর্কে চাকমাদের কিংবদন্তী। তবে এ বিষয়ে চাকমাদের অন্যতম উপদল তঞ্চঙ্গ্যাদের কাহিনীটি ভিন্ন ধরণের। তাদের মতে রাজা যখন নদীতে স্নান করছিলেন, তখন তিনি নিজের 'চিৎ-কলিজা' (হৃদপিণ্ড ও কলিজা) খুলে নদীতীরে একটা পাথরের উপর রেখেছিলেন। ঐ সময় ঘটনাচক্রে একটা পাগলা কুকুর এসে ঐগুলি খাঁক করে খেয়ে ফেলে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁর তরবারির আঘাতে কুকুরটিকে কেটে ফেললেন এবং ঐটির চিৎকলিজা নিজের দেহে স্থাপন করলেন। এতে রাজা প্রাণে বেঁচে গেলেন সত্য কিন্তু পাগল কুকুরের কলিজা দেহে স্থাপন করায় তিনি পাগল হয়ে গেলেন। পাগল হয়ে রাজা শুরু করলেন নানা অত্যাচার এবং নরহত্যা। যাকে সামনে পান তাকেই কেটে ফেলেন। ফলে তাঁর ভয়ে লোকজন তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো। এমনি ভাবে অনেক দিন চলে গেল। রাজার অত্যাচারে প্রজারা অস্থির হয়ে উঠলো। তাঁর এই পাগলামি প্রজারা সহ্য করলেও পাত্রমিত্র এবং অন্যান্য ক্ষমতাবান সভাষদরা সহ্য করতে চাইলেন না। তাঁরা রাজাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। রাজা সম্ভবতঃ মন্ত্রী এবং দরবারের অন্যান্য প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের ষড়-যন্ত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন। এতে তিনি বেশ কয়েকজন অমাত্যের বংশশুদ্ধ কেটে ধ্বংস করার চেষ্টা করলেন। তাঁর রোষে পড়ে অনেকগুলি বংশ ধ্বংস হয়ে গেল। এমনি একটি বংশের নাম "লচ্চর' গঝা"।

কমল ওয়াংঝার বাবা লচ্চর' গঝার দল-পতি ছিলেন। রাজ দরবারেও তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর বাড়ীখানি এত বিরাট ছিল যে, ভাত খাওয়ার সময় সবাইকে ডাকার জন্য ঘন্টা বাজানো হতো। এমন সুখের অধি-কারী কী এক কারণে কোন এক কুক্ষণে রাজার কুনজরে পড়ে গেলেন। আর তাই হলো সর্ব-নাশ। রাজার রোষে পড়ে একে একে পরি-বারের সব পুরুষই একদিন প্রাণ হারালো। একমাত্র কমল ওয়াংঝা একজন বুড়ীর চালা-কির ফলে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি ঐ সময় খুবই ছোট ছিলেন। ঐ বুড়ী তাঁকে মেয়েদের "পিনোন" পরিয়ে রাখায় রাজা তাঁকে মেয়ে-শিশু মনে করেছিলেন। আর তাই তার রক্ষা। পাগলা রাজা শুধু কমল ওয়াংঝার বাবাকে বংশ শুদ্ধ ধ্বংস করলেন না, তিনি অন্যান্য প্রভাবশালী অমাত্যদেরকেও শেষ করতে লাগলেন। এতে অনেকে তাঁর শত্রু হয়ে গেলো। মন্ত্রীরা নিরুপায় হয়ে এর একটা বিহিত করার জন্য রাণীর কাছে গেল এবং রাণীও তাঁদের সাথে একমত হয়ে রাজাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র করলেও রাজাকে হত্যা করা সহজ ব্যাপার নয়। তাঁর সামনে রাণী ছাড়া আর কারও যাওয়ার মত সাহসও ছিল না। তাই সবাই গোপনে পরামর্শ করে ঠিক করলো, রাজাকে রাজবাড়ীর বাইরে অন্য কোথাও নিয়ে হত্যা করতে হবে। এ কারণে প্রয়োজন প্রথমে রাজবাড়ী থেকে

PDF Created by hillbd.com

রাজার বিশ্বস্ত চাকর বাকর এবং দেহরক্ষীদের অন্যত্র সরানো। ঐ সময় ঐ সমস্ত কাজগুলির অধিকাংশই বাঙালী বরুয়ারা করতো। তাঁরা রাজাকে কুপরামর্শ দিয়ে ঐ সকল বরুয়াদেরকে রাজবাড়ী থেকে বিতাড়িত করে তদস্থলে নূতন লোকজন বসালো। তাদের বংশধরেরা আজও চাকমাদের মধ্যে "বর্বুয়া গঝা" নামে পরিচিত হচ্ছে। এ ভাবে রাজকার্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে বিশ্বস্ত লোকজনদেরকে সরিয়ে রাজাকে হত্যা করার জন্য তারা সুযোগ খুঁজতে লাগলো। সুযোগও মিলে গেল। রাজার ছিল দেবদেবীর প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা। আর তাই প্রায়ই তিনি পূজা অর্চনার জন্য মন্দিরে যেতেন। এমনি একদিন রাজা যখন পাল্কীতে চড়ে মন্দিরে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মন্ত্রীরা সুযোগ বুঝে তাঁর চারিপাশে "পাগলা হাতী! পাগলা হাতী" করে চেঁচিয়ে উঠলো। স্বভাবতই রাজা ব্যাপার কি দেখার জন্য পাল্কীর বাইরে যেই মাথাটা বের করেছেন, অমনি পাল্কীর পিছনে লুকানো ঘাতকের তরবারীর আঘাতে তাঁর শির দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। রাজা নিহত হলেন! এ খবর চারিদিকে বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়লো।

এ সময় রাণী এবং তাঁর মন্ত্রীরা নিজেদের সমর্থকদের মাধ্যমে রাজ্যময় গুজব রটালো রাজা মন্দিরে যাওয়ার পথে পাগলা হাতীর আক্রমণে নিহত হয়েছেন। অনেকে সে কথা বিশ্বাস করলো, আবার অনেকে করলো না। আসলে রাজবাড়ীতে কি ঘটেছে অথবা কি ঘটতে যাচ্ছে কারোর জানার উপায় ছিলনা। কারণ সবকিছুই করা হচ্ছিল অত্যন্ত গোপনে। এমনকি রাজাকে প্রচলিত রীতি অনুসারে চিতায় দাহ করার পরিবর্তে মাটি চাপা দেওয়া হলো এবং জায়গাটি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কেউই জানলো না।

এরপর অবশ্য সবকিছু একদিন নীরবেই চুকে যেতো যদি না রাজার মেয়ে অমঙ্গলী রাজাকে স্বপ্নে দেখতো। রাজার ছিল ঐ একটিই মেয়ে এবং সেছিল বড় আদরের। সে পরপর সাত রাত রাজাকে স্বপ্নে দেখলো। রাজা তাকে স্বপ্নে বলছেন, অতি শীঘ্রই তাঁর দেহের সাথে কাটা মুণ্ডটি জোড়া লাগবে এবং তিনি আবার বেঁচে উঠবেন। কন্যার মুখে এহেন স্বপ্নের খবর শুনে রাণীর অন্তরাত্মা ভয়ে শুকিয়ে গেল। তাঁর মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবং অন্যান্য মন্ত্রীদেরও দেহ ছেড়ে প্রাণ বেরোয় বেরোয় করতে লাগলো। কারণ সবার বিশ্বাস ছিল, রাজা ছিলেন দীর্ঘ দিনের তান্ত্রিক সাধক, কাজেই তাঁর পক্ষে আবার বেঁচে উঠা এমন কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কাজেই রাণীসহ মন্ত্রীরা একদিন সদলবলে ঢাল তলোয়ার নিয়ে রাজার কবরে ছুটলেন। এবার অবশ্য তাঁদের পক্ষে আগের মত আর গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হলো না।

কারণ তাঁরা এত বেশী ভয় পেয়েছিলেন যে তাঁরা রাজার কবরে রাতের বেলায় না গিয়ে অনেক লোকজনসহ দিনের বেলায় গিয়েছিলেন। ফলে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় রাজার কবর খোঁড়া হলো। আর সবাই বিস্ময়ের সাথে

PDF Created by hillbd.com

লক্ষ্য করলো, সত্যি সত্যিই রাজার কাটা মুণ্ডটি তাঁর দেহের সাথে জোড়া নেয় নেয় অবস্থা। এই দৃশ্য দেখে রাণী তৎক্ষণাৎ ভীষণ আতঙ্কে রাজার মরদেহকে খণ্ড খণ্ড করার জন্য তাঁর দেহরক্ষীদেরকে আদেশ দিলেন। রাণীর আদেশে রাজার দেহকে সাতটি বৃহৎ খণ্ডে খণ্ডিত করে বিভিন্ন পাহাড় এবং নদীতে ফেলে দেওয়া হলো। লোকের বিশ্বাস এমনি একটি দেহখণ্ড নাকি "পাগালা মুড়া"য় মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। সেই পাগালা মুড়াটি (মানে পাহাড়টি) আজও ঐ ঘটনার সাক্ষী হয়ে আলি-কদমের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে।

—:●:—